জেডিপিসি ও উদ্যোক্তাদের কথকতা

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

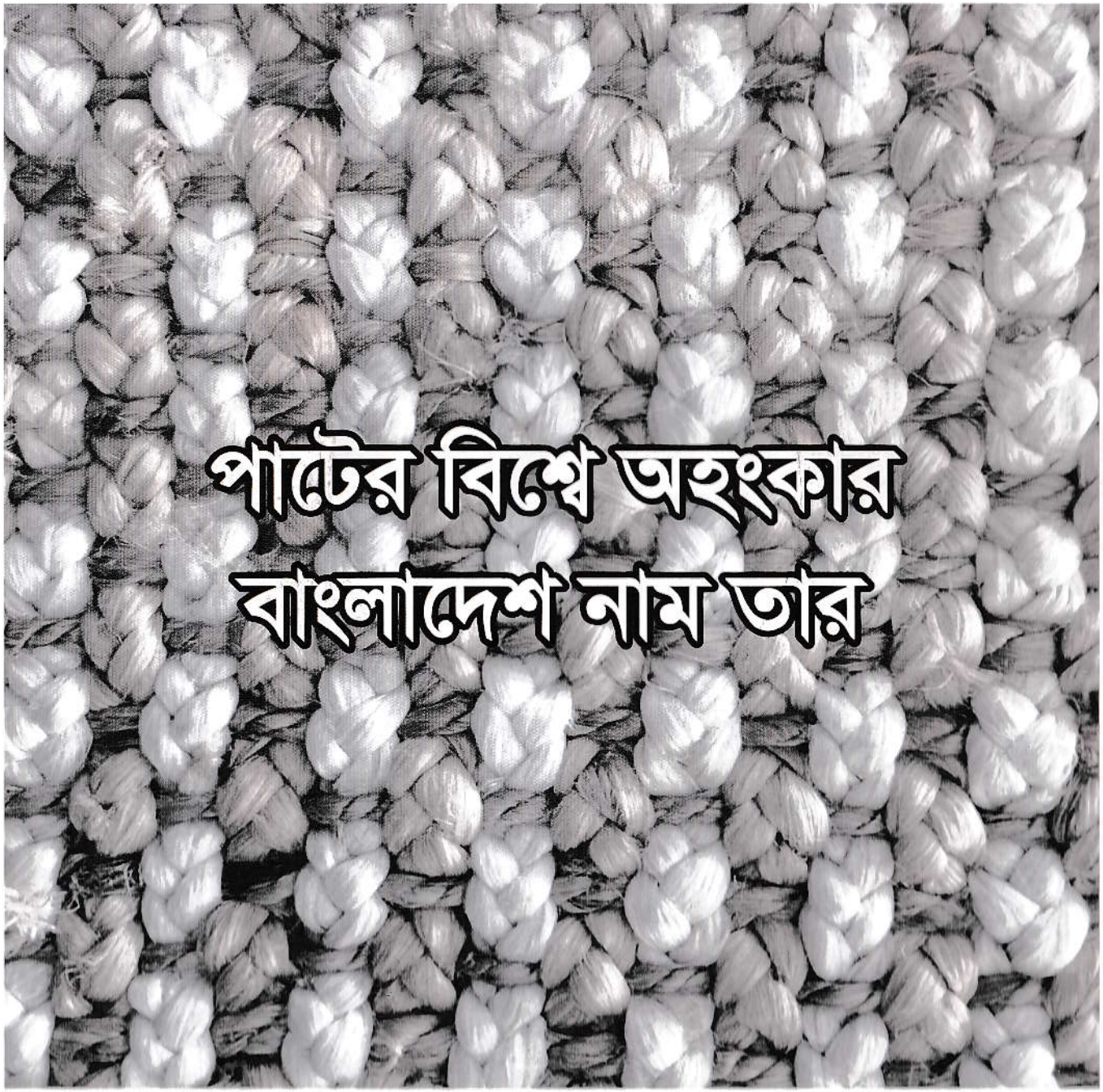
পাটের বিশ্বে অহংকার
বাংলাদেশ নাম তার

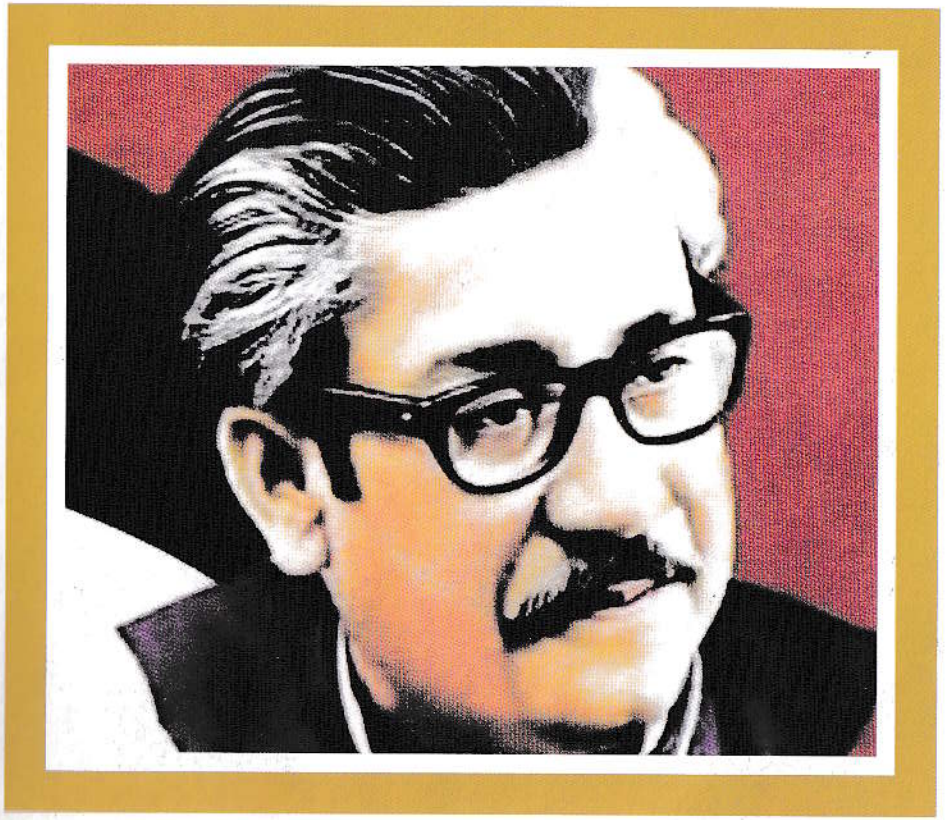

‘‘ এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি
ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক
বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা
পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে।
পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির
বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ,
পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ
এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয়
অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে’’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

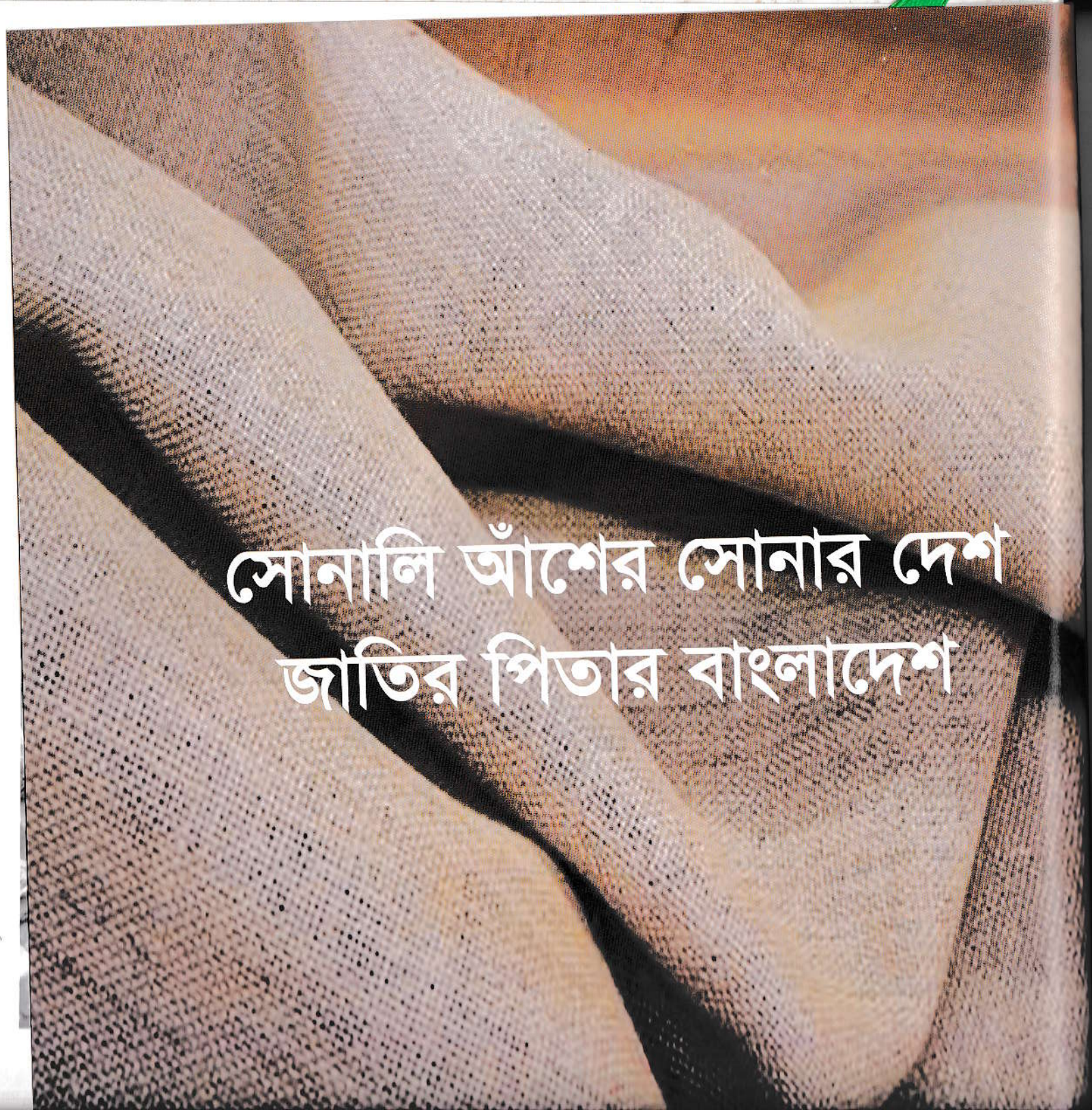
সোনালি আঁশের সোনার দেশ
জাতির পিতার বাংলাদেশ

দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মানানসই বাংলাদেশের গর্ব সোনালি আঁশ বা পাটের বহুবিধ পণ্য বাজারে বিদ্যমান, যা গুনে ও মানে বিশ্বমানের। ফলে এই পাটশিল্প বিকাশের স্বার্থে যথাসম্ভব দেশীয় সংস্কৃতি ধারণ করে এরূপ পরিবেশবান্ধব পাটজাত সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চাষীর মুখে সুখের হাসি
সোনালী পাট রাশি রাশি

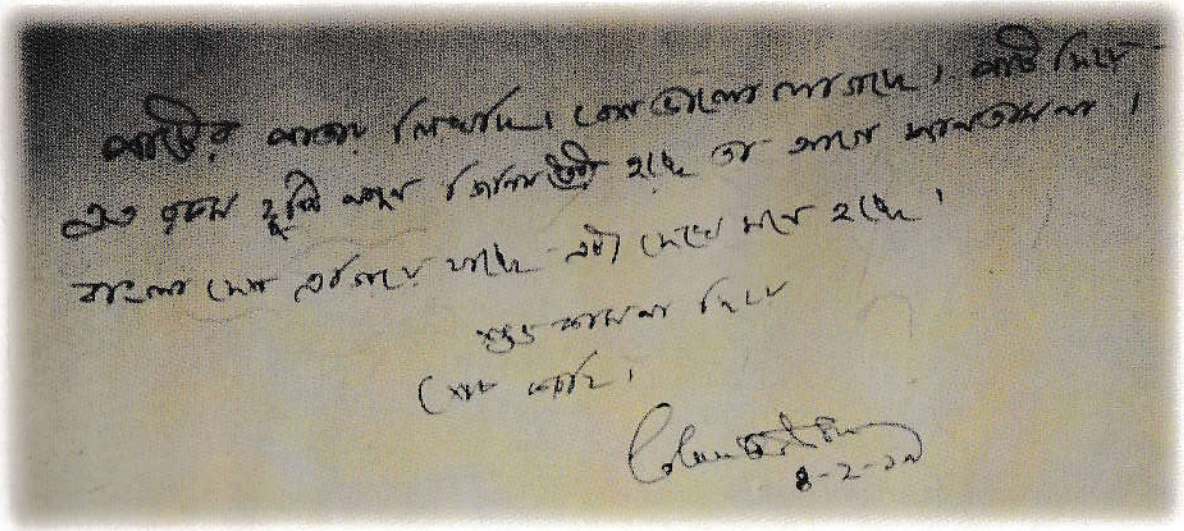

মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি'এর
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ জেডিপিসি'র স্টল পরিদর্শন ও মন্তব্য ।

উপদেষ্টা

মো: মিজানুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি

রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি	আহবায়ক
মো: মঈনুল হক, পরিচালক (পিএমআই), জেডিপিসি	সদস্য
মো: মোজাহিদুল ইসলাম, মনিটরিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সিকিউটিভ, জেডিপিসি	সদস্য
নুসরাত জাহান, সিনিয়র ডিজাইন এক্সিকিউটিভ, জেডিপিসি	সদস্য
সৈয়দ জাকারিয়া, সেক্রেটারি, জেডিপিসি	সদস্য

ডিজাইন

নুসরাত জাহান, সিনিয়র ডিজাইন এক্সিকিউটিভ, জেডিপিসি

কম্পিউটার কম্পোজ

আবদুল হান্নান মিয়াজী, সেক্রেটারি, জেডিপিসি
কাজী মামুন-আল-ফেরদৌস, কম্পিউটার এন্ড ডাটা ব্যাংক অপারেটর, জেডিপিসি

মুদ্রণ

এসোসিয়েট ইন্টারন্যাশনাল
মো: মাহাবুবুর রহমান

প্রকাশকাল

৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশনায়

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)
১৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
ওয়েব সাইট : www.jdpc.gov.bd

সূচিপত্র

০৫ মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়ন পরিদর্শন ও মন্তব্য

০৭ বাণী – ভারপ্রাপ্ত সচিব,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ বাণী – অতিরিক্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাহী পরিচালক, জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার

১১ বহুমুখী পাটপণ্য বিকাশে জেডিপিসি'র ভূমিকা

১২-১৬ এক নজরে বিগত জাতীয় পাট দিবস

১৭ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী ধারণা

১৯-২১ প্রবন্ধ – একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: হৃদযন্ত্রের যত্ন নিন

২৩ প্রবন্ধ – জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ ও জেডিপিসি

২৪-২৬ প্রবন্ধ – সোনালী আঁশের স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনা

২৭ প্রবন্ধ – জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন ধারার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২৯-৩৬ প্রবন্ধ – ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ এ জেডিপিসি'র অংশগ্রহণ ও সফলতার কাহিনী

৩৭-৩৮ প্রবন্ধ – জেডিপিসি'র মেলার সংবাদ

৪০-৪৩ প্রবন্ধ – বিশ্ব বাজারে বহুমুখী পাটপণ্যের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৪৪-৪৭ বহুমুখী পাটপণ্যের কিছু আলোকচিত্র

৪৮-২১৫ নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

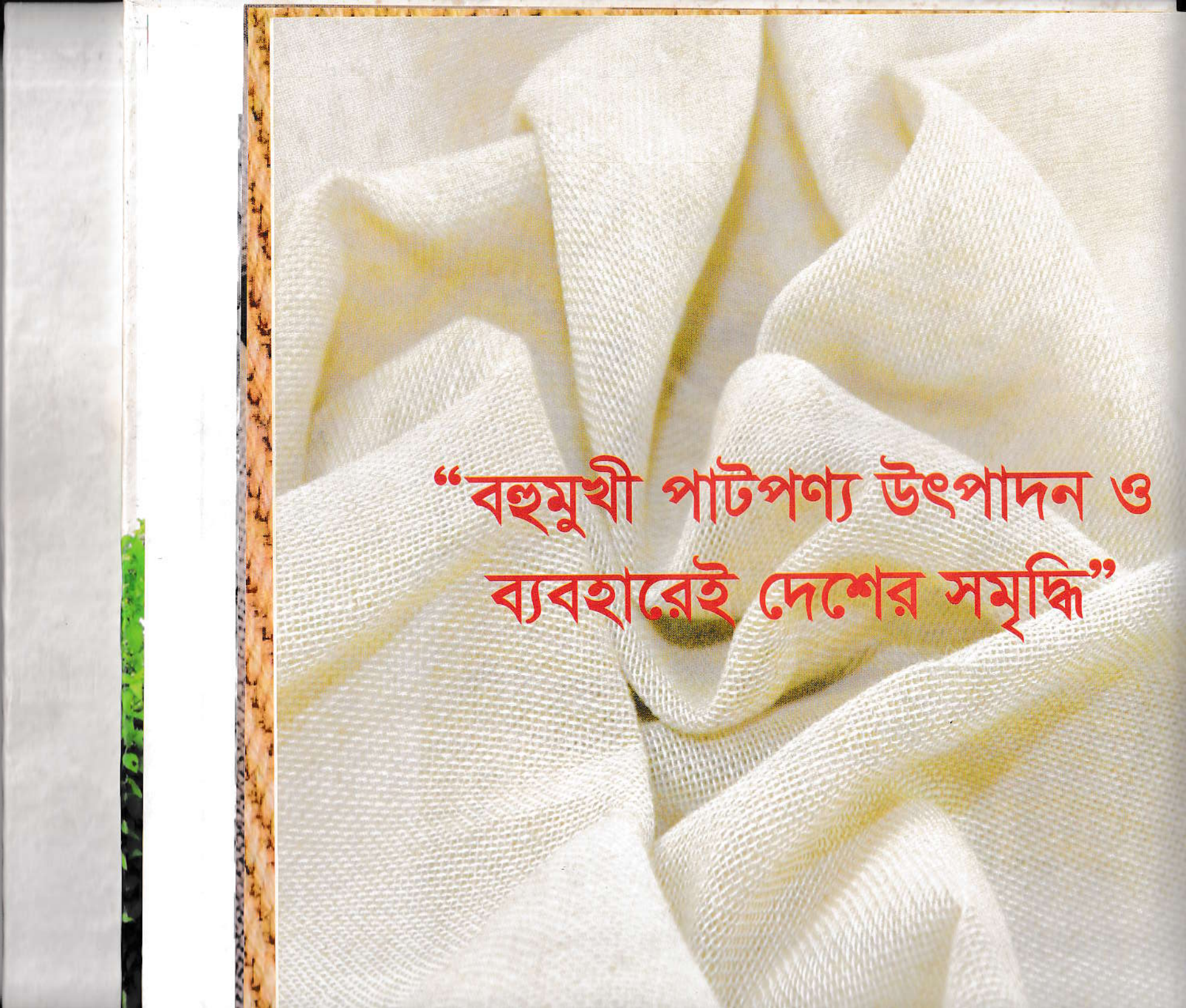
“বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও
ব্যবহারেই দেশের সমৃদ্ধি”

পাটের পণ্য জীবনের জন্য

বহুমুখী পাটপণ্য
কিনে হও সবাই ধন্য

বহুমুখী পাটপণ্য বিকাশে জেডিপিসি'র ভূমিকা

মো: কাওছার উদ্দিন
মার্কেট প্রমোশন এক্সিকিউটিভ

স্বাধীনতা পরবর্তী বিশ্ববাজারে কৃত্রিম তন্তু এবং বিভিন্ন স্বল্পমূল্যের সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যাপক আবির্ভাবের কারণে বাংলাদেশের পাটখাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। তাই সত্তর দশকে একটি অবহেলিত সেক্টর হিসাবে পাটখাত বিবেচিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণকল্পে পাটের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০০২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)" প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেডিপিসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, এর ব্যবহার বৃদ্ধি,অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে জেডিপিসি'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। উদ্যোক্তাগণ জেডিপিসি'র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের আয়ের উৎস হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। দেশে- বিদেশে একক ও যৌথ মেলার আয়োজন, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বহুমুখী পাটপণ্যের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার ও প্রচারণায় জেডিপিসি ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের প্রসার বৃদ্ধিতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখাসহ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে পাটপণ্য ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে জেডিপিসি।

জেডিপিসি'র মূল কার্যালয়ে (১৪৫, মনপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা) একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে রয়েছে। যেখানে উদ্যোক্তাগণ অতি সহজেই তাদের পণ্যসমূহ প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের সুযোগ তৈরি করে তাদের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ যোগান জেডিপিসি'র অন্যতম কাজ। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তগণ কাঁচামাল ব্যাংক থেকে চাহিদামাফিক সহজে ও সুলভে নিয়মিত কাঁচামাল পেয়ে থাকেন। এছাড়াও বিভাগীয়/ জেলা শহরে বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনের আয়োজন জেডিপিসি'র একটি সময়োপোযোগী কর্মসূচি।

জেডিপিসি দেশে-বিদেশে উদ্ভাবিত বহুমুখী পাটপণ্যের উপযোগী নিত্য নতুন প্রযুক্তি Research & Development Institution বা গবেষণাকারীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাদের মাঝে সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা করে থাকে।

উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির জন্য জেডিপিসি ব্যাংক ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে থাকে। ফলে উদ্যোক্তারা তাদের চাহিদামত সরাসরি ব্যাংকের সংগে আলোচনা করতে পারে এবং ব্যাংক উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সার্বিকভাবে বহুমুখী পাটপণ্যের দৈনন্দিন ব্যবহার ও প্রসার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে জেডিপিসি সর্বদাই উদ্যোক্তাদের মুখপাত্র হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

তাই বলা যায়, বড়, মাঝারি ও ছোট প্রায় সকল ধরণের উদ্যোক্তাদের জন্য জেডিপিসি একটি প্ল্যাটফর্ম যা দেশের পাটখাতের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এক নজরে বিগত জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্য মেলার উল্লেখযোগ্য ছবি

জাতীয় পাট দিবস-২০১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৬ উদ্বোধন এবং স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন।

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দীন প্রামাণিক, এ
এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৬

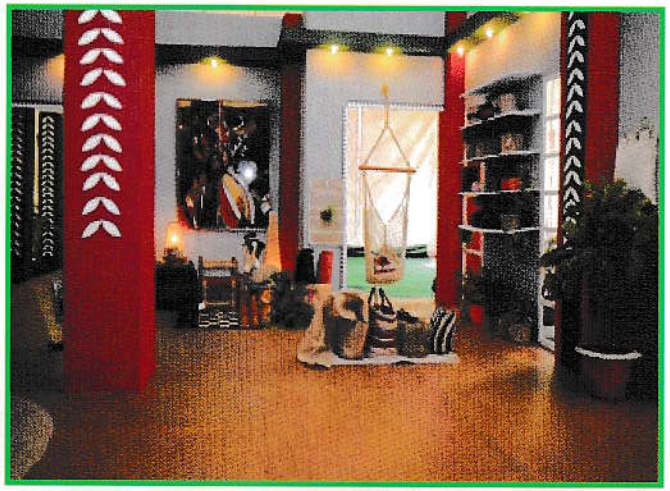

জাতীয় পাট দিবস-২০১৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী পাটপণ্য মেলা- ২০১৭ উদ্বোধন এবং স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন।

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৭

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৭ এর স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন।

জাতীয় পাট দিবস-২০১৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৮ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৮ এ স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন।

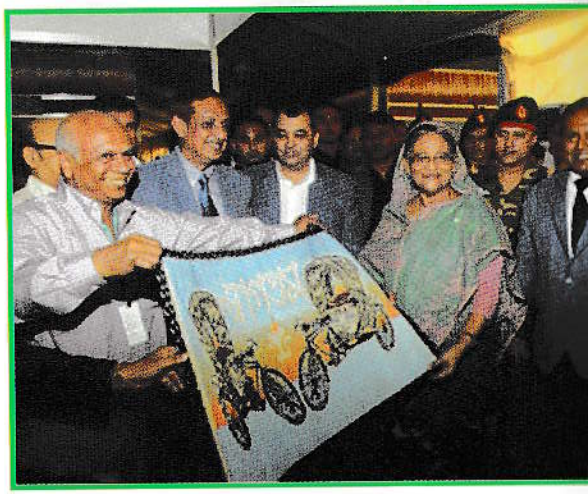

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা-২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহা: ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী ধারণা

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী টিমের উদ্যোগে প্রাকৃতিক তন্তু, সুতা বা পাটের আঁশ দ্বারা তৈরি সুতি বস্ত্র ও পাটপণ্য ব্যবহারের জন্য একটি (Logo) লোগো প্রণয়ন করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে যে কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই লোগো ব্যবহার করতে পারবে।

বস্ত্র ও পাটপণ্যেকে প্রাকৃতিক তন্তু, সুতা বা পাটের আঁশ দ্বারা তৈরি বুঝানোর জন্য লোগোটিতে মাটির উপর সবুজ পাতা খচিত একটি পাট গাছ, বস্ত্রখাতকে উপস্থাপনের জন্য তাঁত বস্ত্র তৈরির আদি উপকরণ সুতা কাটার চরকা এবং পাট দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বুঝানোর জন্য নীচ হতে উপরের দিকে একটি পাটের তৈরি দড়ি চিত্রায়িত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ লোগো ব্যবহারের ফলে বস্ত্র ও পাটপণ্যের পরিচিতি, বিপণন, রপ্তানি ও উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। পাটপণ্যের বিপণন ও বাজার বৃদ্ধি পেলে পাটের চাহিদা বাড়বে এবং কৃষক পাট চাষে উদ্বুদ্ধ হবে। সেই সাথে পাট চাষীদের জীবনযাত্রার মান দিন দিন আরও উন্নত হবে। বস্ত্র ও পাটপণ্য প্রাকৃতিক তন্তু, সুতা বা পাটের আঁশ হতে তৈরি এবং পরিবেশবান্ধব বুঝানোর জন্য লোগোটিতে **"Natural"** শব্দটি লেখা হয়েছে।

পরিবেশের বন্ধু পাট
সুস্থ জীবন দিনরাত

রকমারী ব্যাগ জুতা শাড়ী
পাটের সুতায় করতে পারি

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ ও জেডিপিসি

মফিজুল ইসলাম আখন্দ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর ৬ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় পাট দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। প্রতি বছর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৬ মার্চ তারিখে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে সমগ্র দেশে র‍্যালির আয়োজন করা, শ্রেষ্ঠ পাটচাষী ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান, আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাট দিবসের অন্যতম মূল আকর্ষণ হচ্ছে বহুমূখী পাটপণ্যের একক মেলা। দেশের অগণিত পাটপ্রেমিক, পরিবেশ সচেতন জনগোষ্ঠী জাতীয় পাট দিবসে জেডিপিসি আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন।

প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস জেডিপিসি এবং জেডিপিসি'র তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। উক্ত পাট দিবসে বহুমুখী পাটপণ্যের আকর্ষণীয় একক মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ, শিল্পপতি, উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক মিশনের স্থানীয় কর্মকর্তা ও বিদেশী ক্রেতাগণ উপস্থিত থাকেন। উক্ত গণ্যমান্য আমন্ত্রিত অতিথিগণ বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে অতিথিগণ নতুন নতুন উদ্ভাবিত বহুমুখী পাটপণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করেন এবং মেলায় প্রদর্শিত আকর্ষণীয় পাটপণ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজ দেশে আমদানি করার জন্য উৎসাহিত হন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারের মতো এবারও 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' উদ্বোধন করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পাটের তৈরি পণ্য ব্যবহার করায় ইতোমধ্যেই পাটের তৈরি সামগ্রী বিশেষ মর্যাদা (ব্রান্ডিং) লাভ করেছে। সে কারণে বাংলাদেশের পাটের জামদানী শাড়ী ব্যবহারে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এ দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠির পাটের প্রতি ভালোবাসা তাদেরকে পাটের সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহিত করে তুলছে।

বর্তমান সরকার ২০২১ সালকে উন্নয়নের টার্গেট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নে ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণ, দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের জ্ঞান থাকা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ জরুরি। পাটপণ্য মেলা জেডিপিসি ও উদ্যোক্তাদের জন্য শিক্ষনীয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' এর বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছে একটি আকর্ষণীয় ও সম্ভাবনাময় মেলা।

আসুন, আমরা সকল দেশপ্রেমিক জনগণ দেশের উন্নয়নে বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহার করি এবং দেশকে ভালোবাসি।

জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন ধারার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

মো: জাহাঙ্গীর আলম
প্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নির্বাহী

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জেডিপিসি সারা দেশে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং টেকসই ও দক্ষতা অর্জনের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নতুন ধারার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যেন অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক এবং মানসম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে জেডিপিসি সারা দেশের বহুমুখী পাটশিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) (ঢাকা, চট্টগ্রাম, জামালপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, রংপুর ও যশোর) গুলোতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ধারার এই প্রশিক্ষণটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রতিটি সেন্টারে অত্যাধুনিক বহুমুখী পাটপণ্য সেলাই মেশিন, প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত টুলস্ ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণে যাতে প্রতিটি টুলস্ প্রশিক্ষণার্থী সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া, প্রশিক্ষণের পরে একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলোতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

প্রশিক্ষণটিকে আরো ফলপ্রসূ, বেগবান ও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি জেইএসসি সেন্টারে ১৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করে ১০ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে জেডিপিসি'র স্থানীয় কার্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে ৫ জন ও জেডিপিসি'র বিদ্যমান তালিকাভুক্ত ৫ জন উদ্যোক্তাসহ মোট ১০ জন বাছাই করে দ্বিতীয় পর্যায়ে উচ্চ দক্ষতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি সেন্টার থেকে ৩ জন করে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করে মোট ২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে জেডিপিসি'র প্রধান কার্যালয়, ঢাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

একজন প্রশিক্ষণার্থী ভবিষ্যতে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করবে–এই প্রত্যাশা সকলের।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ এ জেডিপিসি'র অংশগ্রহণ ও সফলতার কাহিনী

মো: মোজাহিদুল ইসলাম
মনিটরিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সিকিউটিভ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিবছরের ন্যায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনার ট্রেড ফেয়ার (ডিআইটিএফ)-২০১৯ আয়োজন করে। এ মেলা গত ০৯.০১.২০১৯ থেকে ০৯.০২.২০১৯ পর্যন্ত চলেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। ডিআইটিএফ-২০১৯ এ বিভিন্ন ক্যাটাগরীর সুসজ্জিত প্যাভেলিয়ন, মিনি প্যাভেলিয়ন ও স্টল নির্মাণ করা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার, ব্যবহার বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের বিপণনে সহায়তাকরণ ও বাণিজ্য মেলায় আগত দর্শণার্থীদের নিকট বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট দিয়ে উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী Display করে এবং জেডিপিসি উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্য অর্জনে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, জেডিপিসি ২০০৪ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করলেও এ বছরের বাণিজ্য মেলার আয়োজন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী।

পুরাতন ধ্যান ধারণার পরিবর্তে নতুন আঙ্গিকে (বাঁশ, পাটকাঠি, পাটের ফেব্রিক্স ও বহুমুখী পাটজাতপণ্য দিয়ে) ০১ টি প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করা হয়। প্যাভেলিয়নের ভিতরেও স্টল নির্মাণে বৈচিত্র ও নতুনত্ব আনা হয়। ডিআইটিএফ-২০১৯ এ জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সারাদেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করে কিন্তু ঢাকার বাইরে দূর দূরান্তে বসবাস করায় অথবা আর্থিক সংকটের কারণে মেলায় অংশগ্রহণে সক্ষম নন) বিনা মূল্যে একটি ষ্টল বরাদ্দ প্রদান। এছাড়া প্যাভেলিয়নের পার্শ্বে রাখা হয় মাসব্যাপী জামদানী শাড়ি তৈরির জন্য একটি তাঁত। এ তাঁতের মাধ্যমে বাণিজ্য মেলায় আগত দর্শণার্থীদের দেখানো হয় কিভাবে পাটের সুতা দিয়ে জামদানী শাড়ি তৈরি করা হয়। প্যাভেলিয়নে আগত ক্রেতা ও সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্যাভেলিয়নের ভিতরে ও বাহিরে লাগানো হয় বহুমুখী পাটপণ্যের নানা রকমের শ্লোগান। প্যাভিলেয়নের ভিতরে জেডিপিসি অফিসের সাথে আধুনিক মানসম্পন্ন, নিত্য নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা দেশী বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাসব্যাপী এ মেলায় জেডিপিসি প্যাভেলিয়নে পূর্বের বছরের তুলনায় অধিক ক্রেতা ও দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছে। দৃষ্টিনন্দন, সুন্দর প্যাভেলিয়নের জন্য ডিআইটিএফ-২০১৯ কর্তৃপক্ষ জেডিপিসিকে সংরক্ষিত সেরা প্যাভেলিয়ন হিসেবে প্রথম পুরস্কার প্রদান করে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ এ জেডিপিসি'র অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য :

- বাণিজ্য মেলায় আগত দর্শনার্থীদের কাছে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট দিয়ে উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্য সাম প্রদর্শন করা এবং উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা;

- মেলার অন্যতম লক্ষ্য ছিল উদ্যোক্তাদেরকে বিপণনে সহায়তাকরণ এবং ক্রেতাদের কাছে তাঁদের উৎপাদিত প সমাহার প্রদর্শন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ঘটানো এবং পরস্পর ভালোভাবে জানা ও সম্পর্ক উন্নয়নে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা ;

- বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার এবং ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে পাটপণ্য ছড়িয়ে দেয়া;

- ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের গুনগত মান আ কিভাবে উন্নত করা যায় তার সুযোগ তৈরি করে দেয়া;

- বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রীর বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং মেলায় আগত ক্রেতাগণ যাতে সহজেই মেলায় তাঁ পছন্দের পাটপণ্য সংগ্রহ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা ;

- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সহজেই মেলা থেকে পাটপণ্যের বিক্রয় আদেশ লাভ করতে পারে সেই সু সৃষ্টি করা ;

- এছাড়া উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের গুনগত পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ক্রেতাদের বিশেষ দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাও এ মেলা আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য;

- সর্বোপরি, বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ, ব্যবহার বৃদ্ধি, বিপণন ও প্রচারমূলক কার্যক্রমের সফল মাধ্যম হি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয় ।

জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়ন :

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় জেডিপিসি নিয়মিত অংশগ্রহণ করলেও ডিআইটিএফ-২০১৯ এর আয়োজন ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী। পুরাতন ধ্যান ধারণাকে পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে (বাঁশ, পাটকাঠি, পাটের ফেব্রিক্স ও বহুমুখী পাটজাতপণ্য দিয়ে) ৫০´ x ৫০´ সাইজের RP-07 নামে ০১ টি প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হয়। প্যাভেলিয়নের ভিতরেও স্টল নির্মাণে বৈচিত্র আনা হয়। এ প্যাভেলিয়নে ০৮´ x ০৮´ সাইজের ২৬ টি স্টল নির্মাণ করা হয় । এর মধ্যে ২৩ টি সিঙ্গেল স্টল, ০৩ টি ডাবল স্টল নির্মাণ করা হয়। জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সারা দেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করে, কিন্তু ঢাকার বাইরে দূর দূরান্তে বসবাস করে অথবা আর্থিক দৈন্যতার কারণে মেলায় অংশগ্রহণে সক্ষম নন) বিনামূল্যে একটি স্টল বরাদ্দ প্রদান। এ প্যাভিলিয়নে জেডিপিসি'র তালিকভুক্ত ২২ জন উদ্যোক্তাকে ২৪ টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। নারী পুরুষের বৈষম্যতা দূর করার জন্য ২৪ টি স্টলের মধ্যে ১২ টি নারী উদ্যোক্তা এবং ১২ টি পুরুষ উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হয়।

তাঁত দিয়ে পাটের জামদানী শাড়ি বুনন:

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল পাটের সুতা দিয়ে আ
শাড়ি তৈরি। ০২ জন তাঁতী (০১ জন মহিলা ও ০১ জন পুরুষ) মাসব্যাপী জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নে ০১ টি আ
শাড়ি তৈরি করেন। মেলায় আগত দর্শণার্থীরা স্বচক্ষে পাটের সুতার জামদানী শাড়ি তৈরি দেখে মুগ্ধ হন। ম
মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মেলায় পাটের সুতার জামদানী শাড়ি তৈরি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং জেডিপিসি'র এ
উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সারা দেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে স্টল বরাদ্দ:

জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সারা দেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বি
একটি স্টল বরাদ্দ প্রদান। জেডিপিসি'র আওতাধীন ০৭ টি বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি
মাধ্যমে ২০ জন ভাল মানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়। উক্ত ২০ জন উ
(গাজীপুরে ০১ জন, নরসিংদী ০১ জন, বি-বাড়িয়া ০১ জন, রংপুরে ৪ জন, নিলফামারী ০১ জন, খুলনা
বাগেরহাট ০১ জন, পটুয়াখালী ০১ জন, চট্টগ্রাম ০১ জন, টাঙ্গাইল ০২, সিলেট ০১ জন, মৌলভীবাজার ০১
হবিগঞ্জ ০১ জন, সুনামগঞ্জ ০১, জামালপুর ০১ জন, ময়মনসিংহ ০২ জন) এর পাটপণ্য এ স্টলে প্রদর্শন ও বি
করা হয়। জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নে আগত সকল দর্শনার্থীদের দৃষ্টিআকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এ স্টলটি। দর্শনা
তাঁদের উৎপাদিত পাটপণ্য দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ স্টল থেকে ১,১৮,২১৮/-টাকার বহুমুখী পাটপণ্য বি
করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রীর জেডিপিসি স্টল পরিদর্শন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা পরিদর্শন করেন এবং প্রদর্শিত পাটপণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, বহুমুখী পাটপণ্যই পারবে পাটের সোনালী দিন ফেরাতে।

তাই তিনি বহুমুখী পাটপণ্যের আরো প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তাগিদ দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে
শিল্পের উন্নয়নের জন্য সকল ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের জেডিপিসি প্যাভেলিয়ন পরিদর্শন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়নে প্রতিটি স্টলে প্রদর্শিত বহুমুখী পাটপণ্য দেখেন। তিনি বলেন, "এক সময় পাটকে সোনালী আঁশ বলা হতো, পাট সে গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। জেডিপিসি'র এ প্রদর্শনী দেখে মনে হচ্ছে, শিঘ্রই পাট তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।"

বিক্রয় প্রতিবেদন:

প্যাভিলিয়নে সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা জেডিপিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মেলায় বিক্রয়ের ধারণা লাভের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতিদিনের বিক্রয়ের হিসাব সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত তথ্যমতে ডিআইটিএফ-২০১৭ এ ৬৮,৭৯,৩৮৬/- (আটষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার তিনশত ছিয়াশি টাকা) এবং ডিআইটিএফ-২০১৮ এ ৭৮,৬০,৩৯০/- (আটাত্তর লক্ষ ষাট হাজার তিনশত নব্বই টাকা) মাত্র বিক্রয় করা হয়। ডিআইটিএফ-২০১৯ এ বিক্রি করা হয় আনুমানিক ১,০১,১০,৭৯৫/- (এক কোটি এক লক্ষ দশ হাজার সাতশত পচানব্বই টাকা)। উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে ৮/১০ জন স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের আদেশ লাভ করেন এবং ৫/৬ জন রপ্তানিকারক বায়িং হাউসকে নমুনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা বেশ কিছু পণ্যের চূড়ান্ত কার্যাদেশ পেয়েছেন। উক্ত ০৩ টি মেলার বিক্রয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুমুখী পাটপণ্য ক্রয়ের প্রতি জনগনের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য বিক্রয়ের প্রতিবেদন:

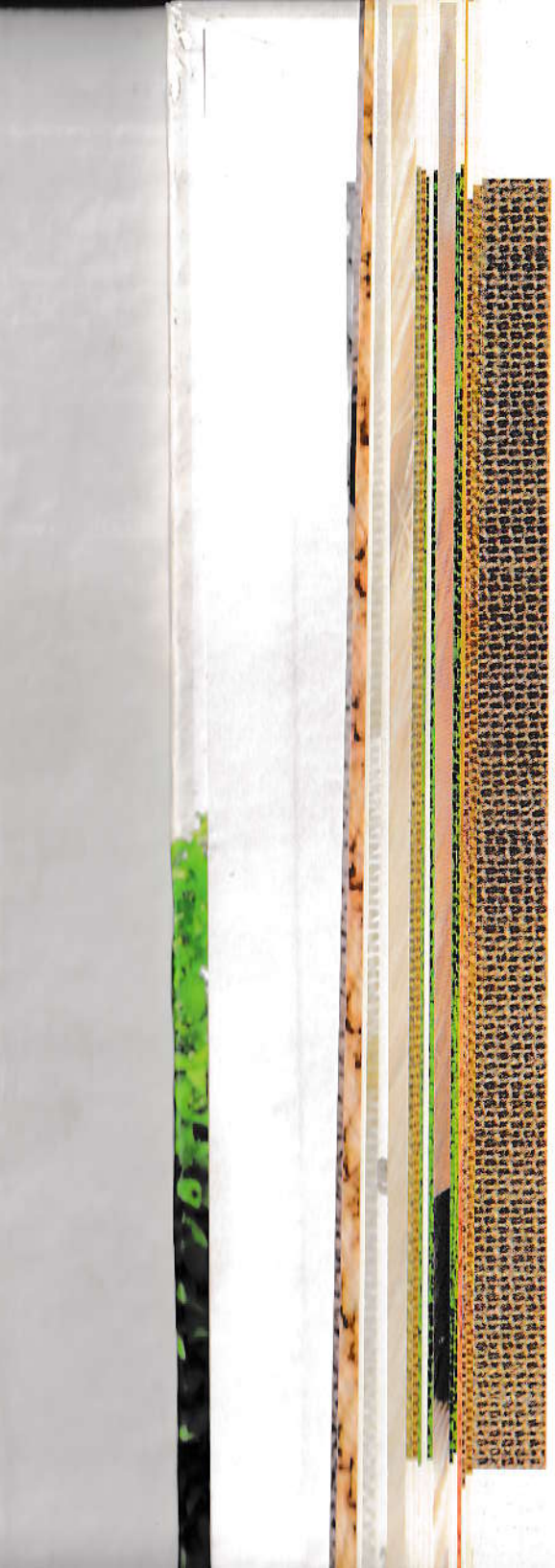

বিক্রয় প্রতিবেদন

স্টল নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট বিক্রয়
১-২.	বেঙ্গল ব্রেইডেড এন্ড রাগস লিমিটেড	৭,৯৩,০০০/-
৩.	ময়না জুট বাজার	৬,৪৮,৭৮৫/-
৪.	এভার গ্রীণ জুট টেক্সটাইলস	৬,৬৬,৪৫০/-
৫.	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)	১,১৮,২১৮/-
৬-৭.	প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন, বাংলাদেশ	৩,৫০,৯২৫/-
৮-৯.	ক্রিয়েশন (প্রাঃ) লিঃ	৯,০৯,৪৯১/-
১০.	রাহেলা জুট ক্রাফট	৫,২২,৭২০/-
১১.	আনা ফ্যাশন বুটিক	৬,০২,১৪৫/-
১২.	ডিজাইন বাই বুবিনা	৫,০৩,০২০/-
১৩.	মেসার্স আমালী এক্সপোর্ট ইমপোর্ট	২,৯৩,৬০০/-
১৪.	জুট ক্রাফট'স	১,২৬,২৪৫/-
১৫.	সোনারগাঁও জুট ইন্ডাস্ট্রিজ	৬,৫০,৬২০/-
১৬.	ব্যাগ বাজার	৬,৭০,১২০/-
১৭.	মিনা জুট ফেবিক্স এন্ড হ্যান্ডিক্রাফটস	৪,৬৬,১৬০/-
১৮.	ক্রাফট এন্ড ক্রাফট	৪,৮৯,৭৪০/-
১৯.	জননী জুট প্রডাক্টাস	৪,৯২,৮৭০/-
২০.	হলিক্রাফটস এন্ড ফ্যাশন	৪,৪৫,৭০০/-
২১.	বেকি সেন্টার	৪,১৯,৯২০/-
২২.	রংপুর ক্রাফটস	৩,০৫,৬২০/-
২৩.	ক্রিয়েটিভ কানেকশনস	২,০০,৯৭০/-
২৪.	কে টু কে ওয়্যার'স ইন্টারন্যাশনাল	২,৬৫,৮৮১/-
২৫.	প্রকৃতি	১,৬৮,৫৯৫/-
	সর্বমোট	১,০১,১০,৭৯৫/-

প্রথম পুরস্কার (সেরা সংরক্ষিত প্যাভেলিয়ন)

দৃষ্টিনন্দন ও সুন্দর প্যাভেলিয়নের জন্য ডিআইটিএফ-২০১৯ এ জেডিপিসি সংরক্ষিত সেরা প্যাভেলিয়ন হিসেবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

জেডিপিসি'র পরিচালক (পিএমআই) জনাব মো: মঈনুল হক ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন।

মেলায় আগত দর্শণার্থীদের মন্তব্যের কিছু অংশ

মেলায় বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার সম্প্রসারণে জেডিপিসি'র প্যাভেলিয়ন দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ
এবং মেলার উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সোনালী আঁশ পাটকে আরও বিভিন্নভাবে উপস্থাপ
এবং বিভিন্ন স্থান থেকে মেলায় আগত উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য
গুনগতমান ও উৎপাদন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়েছে। এ মেলা আয়োজনে সার্বিক সহায়তায় জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও
উন্নয়ন ব্যুরোর অবদান অনস্বীকার্য। স
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দে
বিদেশে পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে
সম্ভাবনাময় মেলা।

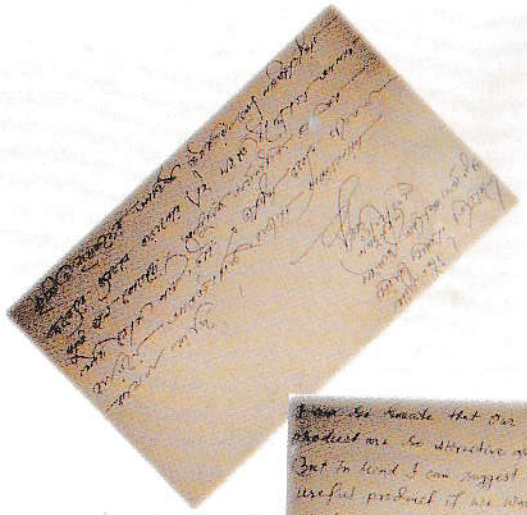

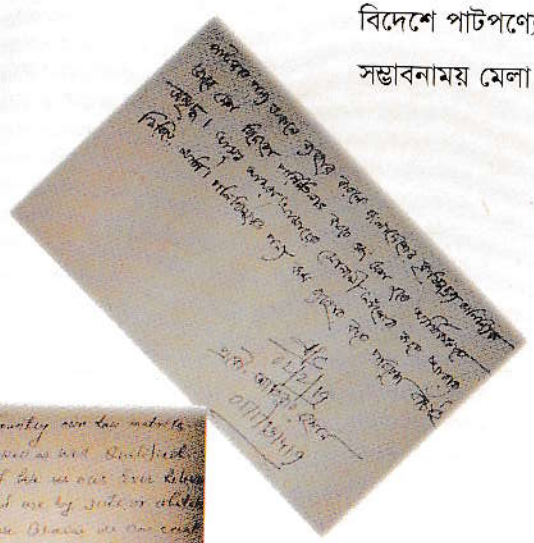

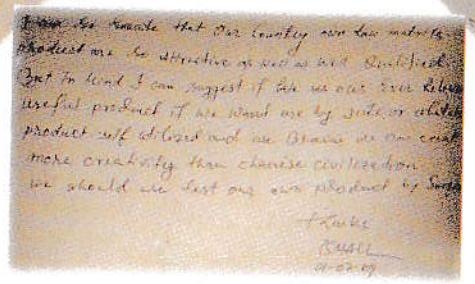

জেডিপিসি'র মেলার সংবাদ

সৈয়দ জাকারিয়া
সেক্রেটারী, জেডিপিসি

সূচনালগ্ন থেকেই জেডিপিসি পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ, মানসম্পন্ন উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ও পাট শিল্পের হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবিতকরণে এবং জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা এবং বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট দিয়ে উৎপাদিত দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থাপন করে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জেডিপিসি ২০০২ সাল থেকে একক ও যৌথ মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

২০১৭-২০১৯ সালে জেডিপিসি কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয়, আন্তর্জাতিক ও যৌথ মেলার সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হলো:

দেশীয় একক মেলা

মেলার নাম	উদ্যোক্তার সংখ্যা
বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা, দিনাজপুর	৩১ জন
বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা, চট্টগ্রাম	১২ জন
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	২৬ জন
বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলা, মাগুরা	৩৩ জন
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী কনফারেন্স (সিপিসি) মেলা	৪০ জন
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	২৫ জন
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	২৬ জন
জাতীয় পাট দিবসের মেলা	১১৩ জন
বহুমুখী পাটপণ্যের প্রদর্শণী ও উৎসব	৬৭ জন
বহুমুখী পাটপণ্যের বৈশাখী মেলা	৪৫ জন

মেলা-১০টি, অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা ৪১৮ জন

আন্তর্জাতিক মেলা

মেলার নাম	উদ্যোক্তার সংখ্যা
China International Import Expo	০১ জন
Indian Mega Trade Fair	০৪ জন
China International Import Expo	০১ জন
Hong Kong Mega Show Part-1, Hong Kong	৩২ জন
Indian Mega Trade Fair, India	১৬ জন
Home Wonder's Expo, Mauritious	০৪ জন
Textiles & Jute Fair,Russia.	০৫ জন
Interior Lifestyle Fair, Tokyo, Japan	০৬ জন
Frankfurt International Trade Fair (Ambiente)	জেডিপিসি

মেলা- ০৯টি, অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা-৭০ জন

যৌথ মেলা

মেলার নাম	উদ্যোক্তার সংখ্যা
পরিবেশ মেলা	০৪ জন
পাটেরহাট মেলা	০৫ জন
থাই ফেস্টিভ্যাল মেলা	০২ জন
৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা	০৩ জন
এসএমই মেলা	১৫ জন
বেগম রোকেয়া দিবস মেলা	০২ জন
চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এক্সিবিশন	০৩ জন
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত মেলা	০৬ জন
এসএমই মেলা, জামালপুর	০৩
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি মেলা	০৬ জন
নবান্ন মেলা	০১ জন
উইভিং ফেষ্টিভেল মেলা	০৪ জন
স্মার্ট সিটি মেলা	০৪ জন
নবান্ন মেলা	০১ জন
বেগম রোকেয়া স্মৃতি মেলা	০২ জন
উন্নয়ন মেলা	১৫ জন

মেলা-১৫টি, অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা-৭৬

এ সকল মেলা আয়োজনের কারণে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সোনালী পাটকে বহুমুখীভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। পাটের উচ্চমূল্য সংযোজিত এসকল পণ্যের যেমন পরি ঘটেছে তেমনিভাবে এর উৎপাদন ও ব্যবহারও বেড়েছে। ফলে বেকার সমস্য দূরীকরণসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ব পাটপণ্য অবদান রাখতে পেরেছে। তাই বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে জেডিপিসি' কর্মসূচী অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।

সোনার বাংলা সোনার দেশ

পাটপণ্যের বাংলাদেশ

পাটের পণ্যে সাজলো দেশ
এই তো আমার বাংলাদেশ

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইলঃ ed@jdpc.gov.bd, info@jdpc.gov.bd,
ওয়েবঃ www.jdpc.gov.bd